POST GRADUATE CERTIFICATE IN BANGLA-HINDI TRANSLATION PROGRAMME (PGCBHT)

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2017

एम.टी.टी.-002 : बांग्ला-हिन्दी अनुवाद : तुलना और पुनःसृजन

समय : 3 घण्टे *अधिकतम अंक : 100*

***नोट : सभी** प्रश्नों के उत्तर देने हैं।*

1. निम्नलिखित में से **किन्हीं दो** प्रश्नों के उत्तर लगभग 300 शब्दों में दीजिए : **2x10=20**

   (a) बांग्ला में साधु और चलित भाषा के बारे में बताते हुए हिंदी से इसकी तुलना कीजिए।

   (b) हिंदी और बांग्ला में अनुवाद की परंपरा के बारे में बताइए।

   (c) हिंदी और बांग्ला में शब्द संरचना संबंधी समानताएँ स्पष्ट कीजिए।

   (d) मुहावरों और लोकोक्तियों का अनुवाद करते समय किस तरह की समस्याएँ आती हैं, उदाहरण सहित समझाइए।

00142

2. निम्नलिखित बांग्ला पदों/शब्दों का हिंदी पर्याय बताइए : 5

   জমজমাট বিরুদ্ধ খুড়তুতো কচি মেসমশাই
   সুযোগ খিদে ফেরার তরকারি
   ফুরিয়ে

3. निम्नलिखित हिंदी शब्दों के बांग्ला पर्याय लिखिए : 5

पिंजरा	सीपी	सैंकड़ा	कारोबार
पलड़ा	खरीदना	घुटना	कीचड़
वीरता	थप्पड़		

4. निम्नलिखित हिंदी मुहावरों-लोकोक्तियों में से **किन्हीं पाँच** के बांग्ला समतुल्य बताते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए : 15

(a) जले पर नमक छिड़कना
(b) एक कान से सुनना दूसरे से निकाल देना
(c) काला अक्षर भैंस बराबर
(d) गड़े मुर्दे उखाड़ना
(e) घर की मुर्गी दाल बराबर
(f) खिचड़ी पकाना
(g) नाच न जाने आँगन टेढ़ा
(h) अधजल गगरी छलकत जाय
(i) सिर मुड़ाते ओले पड़ना

5. निम्नलिखित में से **किन्हीं तीन** अनुच्छेदों का हिंदी में अनुवाद कीजिए : 3x15=45

(a) পৃথিবীর তৃতীয় উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গের নাম কাঞ্চনজঙ্ঘা। নেপাল-ভারত সীমায় অবস্থিত এ শৃঙ্গের উচ্চতা ৮ হাজার ৫৮৬ মিটার। ১৮৫২ সাল পর্যন্ত একে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পর্বত হিসেবে ভাবা হতো। কিন্তু ১৮৫৬ সাল থেকে তৃতীয় উঁচু পর্বতের তকমা নিয়েই টিকে আছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। সত্যজিৎ রায়ের *কাঞ্চনজঙ্ঘা* সিনেমার কল্যাণে পর্বতটি আমাদের অনেকের কাছেই বেশ পরিচিতই।

১৯৫৫ সালে কাঞ্চনচূড়ায় প্রথম পা রাখেন দুই ব্রিটিশ জো ব্রাউন আর জর্জ ব্যান্ড। তবে ইতিহাস বলে, এরও ৭৬ বছর আগে অর্থাৎ ১৮৭৯ সালে এক বাঙালি কাঞ্চনজঙ্ঘা পেরিয়ে তিব্বতে গিয়েছিলেন। ইতিহাস শুধু চূড়ায় যারা পা রাখে তাদের মনে রাখলেও, অভিযাত্রী আর অভিযানপ্রেমিকদের কাছে সব সময় সব অভিযানই আগ্রহের আঁতুড় ঘর বলে বিবেচিত হয়।

'বাঙালি ঘরকুনো' - বহুকাল ধরে অন্যদের ছোড়া এই বাণে ঘায়েল হয়ে আসছে বাঙালিরা। ব্রিটিশ আমলে এ তকমা ছিল ভারতবর্ষের অন্য সব জাতির মুখে মুখে। ঠিক সেই আমলে ১৮৪৯ সালে পূর্ব বাংলার চট্টগ্রামে জন্ম নেন শরৎচন্দ্র দাস। শরৎচন্দ্র নাম শুনলে অনেকেরই দেবদাস চরিত্রের স্রষ্টা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম মাথায় আসতে পারে। তবে অভিযানের ইতিহাসে শরৎচন্দ্র দাসও একটি নাম। চট্টগ্রামের ছেলে শরৎচন্দ্র দাস কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের পড়াশোনা শেষে শিক্ষকতায় যোগ দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকৌশল নিয়ে পড়াশোনার সময়েই চাকরিতে যোগ দেন তিনি। প্রথম কর্মস্থল ছিল তাঁর দার্জিলিংয়ের এক বোর্ডিং স্কুল। শিক্ষার্থীরা নাকি বোর্ডিং স্কুলের একগাদা নিয়মকানুনে সব সময় ভীত তটস্থ থাকে। সেই স্কুলের হেডমাষ্টার হয়ে অল্প দিনেই হাঁফিয়ে ওঠেন শরৎচন্দ্র। প্রতিদিনের নিয়মকানুন আর ছকে বাঁধা জীবনের জন্য একঘেয়েমিতে আক্রান্ত হন তিনি। ১৮৭৮ সালে তাঁকে তা থেকে মুক্তির পাসপোর্ট দেন এক তিব্বতীয় শিক্ষক। তিনি লামা উগেন গায়েন্ত্সো।

কাঞ্চনজঙ্ঘার পশ্চিম দিক দিয়ে হেঁটে আর গাধা-ঘোড়ার টানা গাড়িতে শুরু হয় তাঁদের তিব্বতযাত্রা। পর্বতের কয়েক হাজার ফুট উঁচু রাস্তা পেরিয়ে প্রায় ছয় মাসের যাত্রা শেষে তাঁরা পৌঁছান থাশিলহুনপু শহরে। পর্বতের বরফ, জমাটবাঁধা হ্রদ, কনকনে বাতাস পেরিয়ে চট্টগ্রামের ছেলে পৌঁছান তিব্বতে। এর আগে ১১শ শতাব্দীতে আরেক বাঙালি অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান মুন্সিগঞ্জ থেকে তিব্বতে গিয়েছিলেন। তিব্বতে ছয় মাস থেকে তিব্বতীয় আর সংস্কৃত ভাষার অন্য পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন শরৎচন্দ্র।

(b) ঘণ্টা খানেক হাঁটছে তারা আপালাচিয়ান ট্রেইলের হাল্কা বনানীর ভেতর। চারজনের এ হাইকার টিমের মেয়ে দুটির নাম ভেরোনিকা ও আগাথা। তাদের সঙ্গে জোর কদমে হাইক করছে দুটি ছেলে - জাস ও লেন্স। তারা ভিন্ন ভিন্ন স্কুলের ছাত্র হলেও সবাই এবার এইটথ গ্রেড থেকে উঠবে নাইনথ গ্রেডে। সমাপনী পরীক্ষা শেষ। গ্রীষ্মের ছুটিতে তারা হাইকিং ক্যাম্পে এক সপ্তাহের প্রশিক্ষণ নেয়। তখন পরস্পরের সঙ্গে পরিচয়। প্রশিক্ষণে বনে কীভাবে তাঁবু খাটাতে হয়, কী রকম রান্না করতে হয় বা ফার্স্টএইড ব্যবহার করতে হয় - এসব শিখতে গিয়ে তাদের মাঝে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তখনই আপালাচিয়ান ট্রেইলে একসঙ্গে হাইক করে তাঁবু খাটিয়ে রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নেয় তারা। যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন ছোট্ট শহরে তাদের বাস। আপালাচিয়ান ট্রেইল হচ্ছে পৃথিবীর দীর্ঘতম হাইকিং করার পায়ে চলার পথ।

সাড়ে তিন হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ এ পথ শুরু হয়েছে জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের স্প্রিংগার পর্বত থেকে। শেষ হয়েছে মেইন অঙ্গরাজ্যের কাটাডিন পাহাড়ে। এ ট্রেইলের খানিকটা এঁকেবেঁকে চলে গেছে ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যের ভেতর দিয়ে। চারজনের ছোট্ট হাইকিং টিম সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আজ মাইল দশেক হেঁটে বনানীর ভেতর তাঁবু খাটিয়ে ক্যাম্পিং করবে।

একটু আগে মা-বাবা তাদের ড্রপ করে দিয়েছে ট্রেইলহেডে। একটি কাঠের ফলকে পরিষ্কার লেখা আপালাচিয়ান ট্রেইলের নাম। এখান থেকে গাছপালার ভেতর দিয়ে তাদের হাইকের শুরু। তারা পিঠের ভারী ব্যাকপ্যাকে বহন করছে তাঁবু, রান্নার জন্য গ্যাস ষ্টোভ, শুকনা খাবার, পানীয় জল ও ফার্স্টএইডের বাক্স। বনানী তেমন গভীর না। যেতে যেতে শোনা যাচ্ছে পাখপাখালির ডাক। তাদের সঙ্গে টিলার নিচ দিয়ে চলছে ছোট্ট ছড়া নদী। তার চলাচলে নুড়িপাথরে জলের ঘর্ষণে সুন্দর শব্দ হচ্ছে। গাছপালার ফাঁক দিয়ে রুপালি জলধারা দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। তার কিনারার অগভীর জলে দীর্ঘ পায়ে সাবধানে হাঁটছে ব্লু হিরণ বলে এক বড়সড় পাখি। এদের মধ্যে আগাথার পাখি পর্যবেক্ষণে বেশ আগ্রহ। সে আপালাচিয়ান ট্রেইলে বাস করে, এ রকম ১০০টি পাখির নামের একটি চেকলিষ্ট ব্যাকপ্যাক থেকে বের করে। তাতে ব্লু হিরণের পাশে টিক মার্ক দিতে থামলে লেন্স মৃদু শিষ দিয়ে তাকে ইশারায় কী যেন বলে। তাতে হাইকার টিমের সবাই থেমে পড়ে। লেন্স গাছপালার ফাঁক দিয়ে দূরে মাঠের দিকে বাইনোকুলার

তাক করে। ততক্ষণে সবার হাতে উঠে এসেছে বাইনোকুলার। তারা দেখে মাঠের ওপারে এক সুনসান খামারবাড়ি। লেন্স আবিস্কার করে, খামারবাড়ির আঙিনায় এক গাছের ডালে ঝুলছে ভারী বুট জুতা।

(c) সকাল থেকেই উৎসবে ছিল দেশের গুণী, সফল ও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বদের উপস্থিতি। সকালে এসেছিলেন কিশোর আলোর প্রকাশক ও *প্রথম আলো* সম্পাদক মতিউর রহমান। তিনি বলেন, 'তোমাদের মধ্যেই অনেকে ক্ষমতা রাখে *প্রথম আলোর* চেয়েও বড় কাগজ করার। কিশোর আলোর জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া।' খুদে দর্শকদের কাছে তিনি প্রশ্ন ছোড়েন, 'যা কিছু সুন্দর তার সাথে....কী?'

দর্শকের একাংশের চিৎকারে কিশোর আলো এবং আরেকাংশের চিৎকারে *প্রথম আলো* ধ্বনিত হলো। অনুষ্ঠান তো ছিল কিশোর আলোর। তাই খুদে দর্শকদের চিৎকারে 'কিশোর আলো'র জোর ছিল বেশি।

এরপর একে একে গান পরিবেশন করে ক্ষুদে গানরাজের গায়িকা হৃদি ও চ্যানেল আই সেরা কণ্ঠের মেহেদী। তাদের গানের তালে নাচতে থাকে খুদে শ্রোতারা। রাজধানীর সানিডেল আর ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস পাবলিক স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীরা করে নৃত্য পরিবেশনা। ভিকারুননিসা নূন স্কুলের ছাত্রীরা স্বরচিত গান পরিবেশন করে।

গতবারের মতো এবারও মঞ্চে আসেন *উন্মাদ* সম্পাদক আহসান হাবীব। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান,'উন্মাদের বয়স তোমাদের

বাবা-মায়ের বয়সের সমান।' সবার প্রিয় মুহম্মদ জাফর ইকবাল আগে কার্টুন আঁকতেন, কথায় কথায় সে তথ্যটিও জানান তিনি। তখন দর্শকসারি থেকে ছোট্ট রিয়াদ প্রশ্ন করে বসে, 'তাহলে উনি এখন আর কার্টুন আঁকেন না কেন?' একটু হেসে আহসান হাবীব উত্তর দেন, 'উনি হয়তো বুঝেছেন একটি পরিবার থেকে একজন কার্টুনিষ্ট থাকাই ভালো। তাহলে দ্বন্দ্ব লাগবে না।'

এরপর মঞ্চে আগমন হলো সোমো, বাবু ও বেসিক আলীর জনক শাহরিয়ারের। দৌড়ে এসে মঞ্চে উঠতে পারা প্রথম ১০ জনকে সুযোগ দেওয়া হলো শাহরিয়ারকে প্রশ্ন করার। 'আপনার আঁকা কমিকসগুলো আপনার কেমন লাগে?' - এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আসলে কমিকসের চরিত্র নিজেই নিজের গল্প বলে। আমি একটা কমিক আঁকার পর সেটাকে নম্বর দিই। একেকটার নম্বর একেক রকম হয়।' গুরুগম্ভীর নানা প্রশ্নের পর 'আপনি কি আঁকাআঁকি ছাড়া আর কোনো কাজ করেন না?' - প্রশ্নে চমকে উঠে তিনি বলেন, 'আমি কিন্তু একজন সাংবাদিকও। সিরিয়াস বিষয় নিয়ে বোরিং সব লেখা লিখি।'

(d) একদিন সকালে আমার পোষা বাসের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল। আমার ছোট বোনের পোষা কুকুর ছানাটি নাকি আমার বাসটাকে ভয় দেখাচ্ছে। আমার পোষা বাসটি আবার কুকুর ছানাকে অনেক ভয় পায়। অন্যদিকে বাবা ছাদে হেলিকপ্টারের ড্রাইভারের সঙ্গে ভাড়া নিয়ে চেঁচামেচি করছে। বাবার প্রাইভেট জেটপ্লেনটার সমস্যা হয়েছে। তাই বাবাকে আজ হেলিকপ্টারে করে অফিসে যেতে হবে। কিন্তু

বাবা হেলিকপ্টারে যেতে চায় না। কারণ, সাধারণ মানুষও হেলিকপ্টার ব্যবহার করে। আর আমি তাড়াতাড়ি স্কুলের জন্য বের হয়ে গেলাম। বের হওয়ার পরেই আমার গাড়িটাকে আরেকটি বিএমডব্লিউ গাড়ি ধাক্কা দিয়ে দিল। আমি গাড়ি থেকে বের হওয়ার আগেই দেখি, ওই গাড়ি থেকে বিল গেটস বের হয়ে এসে আমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছে। আমি জানি, সে আমার গাড়িটি ঠিক করার টাকা দিতে পারবে না। তাই আমি তাকে মাফ করে দিলাম। তখন সে চলে গেল। তারপর স্কুল শেষ করে খেলতে এয়ারপোর্টে গেলাম। আমরা সব বন্ধু এয়ারপোর্টের রানওয়ের মাঠে খেলি। এখানে এখন আর প্লেন রাখা হয় না। কারণ, মানুষের গাড়িই উড়তে পারে। তাই কেউ প্লেন ব্যবহার করে না। শুধু ধনীরা নিজস্ব জেটপ্লেন ব্যবহার করত। আর সাধারণ মানুষ ব্যাবহার করত হেলিকপ্টার।

হঠাৎ মনে হলো পৃথিবীটা কাঁপছে, তখন চোখ খুলে দেখি আম্মু আমাকে ডাকছে। বুঝলাম এটা আসলে স্বপ্ন ছিল। তখন মনে হলো এ রকম একটা পৃথিবী হতে এখনো অনেক দেরি আছে। অথবা এ রকম পৃথিবী কখনো নাও হতে পারে ভবিষ্যতে।

(e) দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগে না বলে বাংলা ক্যালেন্ডারের ব্যবহার প্রায় উঠেই গেছে। তাই বাংলা মাসের পালাবদল এখন অনেকেই হয়তো খেয়ালই করে না। কিন্তু ক্যালেন্ডারের পাতা না দেখেই কিছু কিছু ঋতুর আগমন বেশ টের পাওয়া যায়। এই যেমন শরৎ ঋতু। এ সময় আকাশ থাকবে গাঢ় নীল। আর তার ওপর ডিটারজেন্ট পাউডারের

বিজ্ঞাপনের মতো ছড়ানো ছিটানো হাসিখুশি ধবধবে সাদা মেঘ। এ ঋতুতেই দিকে দিকে ফুটবে মেঘের মতো সাদা কাশফুল আর শিউলি। তবে এ দুইয়ের মধ্যে শিউলিকেই বলা হয় শরতের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ ফুল। গ্রীষ্ম ঋতুর অন্য সব ফুলও অবশ্য এ সময় থাকে, কিন্তু শরতের সেরা শিউলি। এ ফুলের আরেক নাম শেফালি। শিউলির কোমল সাদা পাঁচটি পাপড়ির সঙ্গে বোঁটার রং লালচে হলুদ। দুর্দান্ত ও দুর্লভ তার যুগল সৌন্দর্য। পাপড়িও একটু পুরু এবং তার কোমলতা চোখে পড়ার মতো। এ রকম ফুল ভূ-বাংলায় আর নেই। আর সুগন্ধও তেমনি স্নিগ্ধ ও মনকাড়া। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, এ ফুলটি সন্ধ্যায় ফোটে, সূর্য ওঠার আগে ঝরে পড়ে গাছতলায়। কেন ?

এর উত্তর হিসেবে শিউলি সম্পর্কে ভারতীয় ও গ্রিক পুরাণে আছে এক কিংবদন্তি। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, ভৌগলিকভাবে ভারত উপমহাদেশ আর গ্রিস পৃথিবীর দুই প্রান্তে অবস্থিত হলেও এ দুটি কাহিনিই প্রায় একই রকম। এটি কী করে হলো বলা খুব কঠিন। যাহোক, বাংলা-ভারতীয় কাহিনিটি হলো : পারিজাত নামে নাগরাজের এক কন্যা ছিলেন। নাম তাঁর পারিজাতক। তাঁকে খুব ভালোবাসতেন সূর্যদেব। তবে পরে সূর্যদেব অন্য এক নারীর ভালোবাসায় মুগ্ধ হন। এরপর পারিজাতককে ত্যাগ করেন সূর্যদেব। এই দুঃখ ও অভিমানে দেহত্যাগ করেন পারিজাতক। প্রাণত্যাগের ঘটনার জায়গায় তখন জন্ম নিল একটি গাছ।

6. निम्नलिखित में से **किसी एक** अनुच्छेद का बांग्ला में अनुवाद कीजिए : 10

(a) गोलू के बारे में बचपन से लेकर आज तक किसी ने कोई ऐसी कहानी नहीं सुनी थी जिसमें उसकी कोई शैतानी की बात हो। अब तो खैर वह नौवीं कक्षा का छात्र है और वह हमेशा प्रथम आता रहा है। उसका ध्यान पढ़ाई में इतना लगा रहता कि उसके मम्मी-पापा मन-ही-मन चाहते कि वह अपने कमरे और किताबों की दुनिया से निकलकर बाहर भी देखे। ऐसा भी नहीं था कि उसे बाहरी दुनिया की कोई जानकारी न हो, पर उसका यह ज्ञान सिर्फ टी.वी. पर आधारित था। गोलू किताबों की दुनिया से निकलता तो सिर्फ टी.वी. की दुनिया में खोने के लिए।

मजे की बात यह थी कि गोलू के घर में शैतान बच्चों की भरमार थी। उसके अपने बड़े भाई मोलू और बड़ी बहन मौली के अलावा उसके ताऊ का एक लड़का और चाचा की दो लड़कियाँ भी थीं। यानी कुल मिलाकर वे छह बच्चे थे-तीन लड़के और तीन लड़कियाँ। वे सब दादा-दादी के साथ दक्षिण कोलकाता में नौ तल्ले की एक बड़ी बिल्डिंग में ऊपर-नीचे फ्लैट में रहते थे। पर सबका खाना चूँकि दादा-दादी के साथ नीचे ही था, इसलिए सारे बच्चे इकट्ठे होकर काफी हल्ला-गुल्ला और बदमाशियाँ करते। सबकी सरदार गोलू की अपनी बहन मौली थी, जिसके पास हमेशा खेलने और शैतानी करने की नई तरकीबें रहतीं। गोलू जितना सीधा और शान्त था, वह उतनी ही नटखट थी। उसे घर में और स्कूल में हर जगह डाँट पड़ती, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बचपन में वह मकान की लिफ्ट का बटन दबाकर भाग जाने, सीढ़ी

की रेलिंग से फिसलकर नीचे उतरने और पड़ोसियों की घण्टी बजाकर उन्हें परेशान करने में गोलू को साथ रखना चाहती थी, पर गोलू उसे अपनी बड़ी-बड़ी आँखों से टुकर-टुकर ताकता रहता।

(b) किस्सा हिंदी सिनेमा का जब भी बयाँ होगा, महबूब और उनकी 'मदर इंडिया' के जिक्र के बगैर अधूरा रहेगा। छप्पन साल पहले प्रदर्शित हुई 'मदर इंडिया' और आधी सदी पहले इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए जनाब महबूब खान आज भी वर्तमान की उपस्थिति हैं। उन्होंने जो किस्से सिनेमा के पर्दे पर बयाँ किए उनके न जाने कितने 'क्लोज' हिंदी सिनेमा के बड़े-बड़े तीसमारखाओं ने पेश किए और जब तक सिनेमा का अस्तित्व कायम है ये सिलसिला रुकनेवाला नहीं। चाहे दिलीपकुमार की 'गंगा-जमुना' हो या राजकपूर की 'संगम' या अमिताभ बच्चन की 'दीवार' सब महबूब की आँखों देखे गए ख्वाबों से उधार ली गई है।

'मदर इंडिया' पहली भारतीय फिल्म है जिसे ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था और आखिरी स्टेज पर सिर्फ एक वोट से खिताब से चूक गई। वजह खास यह थी कि पति के पलायन कर जाने पर सुक्खी लाला के विवाह के प्रस्ताव को राधा द्वारा ठुकरा दिया जाना पश्चिमी तहजीब ने बेवकूफी भरा दृष्टिकोण माना था। इसके पीछे एक और कारण ये भी है कि भारतीय बौद्धिकता ने खुद ही अपने कृतित्व को कोई तरजीह नहीं दी। सच तो यह है कि आज भी 'विकास' के पश्चिमी मॉडल का भूत हमारे सिर सवार है।

मजे की बात ये कि खुद महबूब मियाँ हालीवुड से बेहद प्रभावित थे। वे डिमेले की भव्य फिल्मों की तरह फिल्में बनाने का ख्वाब किशोरावस्था से देखते थे। पर उन्होंने उस भव्यता को आवरण की तरह इस्तेमाल किया, फिल्मों की रूह सौ फीसदी हिंदुस्तानी थी। दरअसल सिनेमा का जन्म ही पश्चिम में हुआ और सिने पितामह दादा साहब फाल्के ने भी क्राइस्ट के जीवन पर आधारित फिल्म देखकर ही हिंदी में आपने पौराणिक आख्यानों को सिनेमा के पर्दे पर प्रस्तुत करने का सपना देखा था। उनकी ही तरह महबूब ने भी अपने सृजन में भारतीय आख्यानों और आदर्शों को ही ग्रहण किया।